কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভা ০১/৮/২০১১ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মো: বছির উদ্দিন, সদস্য সবিচ, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভা গত ২৭/০২/২০১১ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৫/৩/২০১১ তারিখের ৪০৩ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তস সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৬তম সভার সিদ্ধাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি। বিগত ০১/৮/২০১১ তারিখে কারিগরি কমিটির ৬৬তমস সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বোরো/২০১০-২০১১ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০১০-২০১১ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ৪৩টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট, ৭৪ (১ম বর্ষ ২২টি, ২য় বর্ষ ৪২টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ১০টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনস্টেশন ও অফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৮৪টি জাত (চেকজাতসহ) ৫টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিত ৫টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৬৮২ থেকে এইচ-৬৯৮), B সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৬৯৯ থেকে এইচ-৭১৫), C সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৭১৬ থেকেএইচ-৭৩২), D সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৭৩৩ থেকে এইচ-৭৪৯) এবং E সেটে ১৬টি জাত (কোড নং এইচ-৭৫০ থকে এইচ-৭৬৫) সর্বমোট ৮৪টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চরের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরনপূর্বক এস সি এ কর্তৃক বিশ্লেষন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে Heterosis% বিশ্লেষন পূর্বক গড় ফলন ও Heterosis % এর Summary table তৈরী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত অনস্টেশন ও অনফার্মে Heterosis% এর গড় ফলন একের অধিক অঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশি হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃ ট্রায়ারের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনস্টেশণ ও অনফার্মের শেষ দুই বছরের গড় ফলনের Heterosis% বিশ্লেষনের মাধমৈ ফলাফল উপস্থাপন শেষে সভাপতি মহোদয় ট্রায়ালকৃত ফলাফলের উপর মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক ২০০৯-২০১০ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীয় কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করা হয় এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ (১) ঃ ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধঅনের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এর অধিক হয়ো সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়।

ক) সুরভী এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর সুরা (FLHR014) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৫৬ ও এইচ-৭০৩)।

খ) মালিক এন্ড মালিক সীড কোঃ এর স্বর্ণ-১ (FL-2000-6) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৬৫২ ও এইচ-৭২২)।

গ) বেলী এগ্রো লিঃ এর বেলী-১ (BA-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৮৭ ও এইচ-৭৫৭)।

ঘ) বায়র ক্রপ সায়েন্স লিঃ এর সিজেওয়াই-৫২৭ (CJY-527) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিঙহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬১১ ও এইচ-৭১২)।

ঙ) ব্র্যাক এর রূপালী-৭ (GB-0102) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৫৪ ও এইচ-৭৩৭)।

চ) ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার লিঃ জনকরাজ (SQR-6) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৭৩ ও এইচ-৬৯২)।

ছ) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর নবীন (IS-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৭৭ ও এইচ-৬৯৬)।

জ) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৩০ ও এইচ-৬৯৮)।

ঝ) ষ্টার পার্টিকেল বোর্ড এর পারটেক্স হারভেষ্ট সুপার হাইব্রিড-৪ (JKRH-1220) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬২১ ও এইচ-৭১৫)।

ঞ) আলফা সীড ইন্টরন্যাশনাল এর হাইব্রিড গোল্ডেন রাইচ-২ হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৮১ ও এইচ-৬৯৫)।

চ) সুপ্রিম সীড কোঃ লে এর সুবর্ণ-৩ (RH-664) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৮৮ ও এইচ-৭৬৪)।

সিদ্ধান্ত ১ (২)ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে প্রথম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে ক্ষেত্রে প্রথম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষ দুই বছরের গড় ফলন বিবেচনা করে অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে ও নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয় ঃ

ক) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত আগমনী (JBS-17-4) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ কর াহয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩৪ ও এইচ-৭০৫)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

খ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত শক্তি-২ (ব্র্যাক-৫) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৩৬ ও এইচ-৭৩১)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমির্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত শক্তি-৩ (ব্র্যাক-৬) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৫০ ও এইচ-৭৫৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঘ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত ইহৈচ বি-৯ (আলোড়ন-২) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্দনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬২৭ ও এইচ-৭২৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঙ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর পুনঃট্রায়ালকৃত রূপালী (HE-88) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬১৫ ও এইচ-৭৪৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

চ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর পুনঃট্রায়ালকৃত মেঘনা (HE-25) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবৃনধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়াল যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৪১ ও এইচ-৭৩২)।

ছ) গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত রূপসী বাংলা-১ হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপরিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২০৫ ও এইচ-৭১৬)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে সরবরাহকৃত কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ হতে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করা হবে।

শর্ত ৭ ঃ নামকরণের নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৪৩৭১-৭০-১-১ ও বিআর ৭৮৭৩-৫* (NIL)-৫১-এইচআর ৬ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রিধান-৫৬ এবং ব্রি ধান-৫৭ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণে প্রসংগে।

(ক) ব্রিধান-৫৬ ঃ প্রস্তাবিত ব্রিধান-৫৬ এর কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইন এর IR 55419-4 এবং WAY RAREM নামক স্থানীয় খরাসহিষ্ণু জতের সাথে দুইবার পশ্চাৎ সংকরায়ন BC_2F_1 করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর-১১ এর চেয়ে লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। গাছের উচ্চতা ১১৫ সে.মি. এবং জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। এ জাতটি খড়া সহনশীল। প্রজনন পর্যায়ে ১০-১২ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় Perch Water Table depth ভূপৃষ্ঠ (surface) থেকে ৭০-৮০ সে.মি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচের হলেও এ জাতটি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। পাকা ধানের রং লালচে। চারের আকার আকৃতি লম্বা ও মোটা এবং রং সাদা। উক্ত জাতটি ১০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চল যথা ঢাকা, যশোর ও রাজশাহী এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থান হতে কোন মতামত দেয়া হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবি জাত ব্রিধান-৫৬ এর ব্যাপারে ড. তমাললতা আদিত্য, সিএসও, ব্রি, কুমিল্ল সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, খরা সহিষ্ণু জাত হিসেবে সকল গুনাবলি জাতটিতে

বিদ্যমান রয়েছে। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত জাতটি চেকজাত থেকে সার্বিক বিবেচনায় উত্তম ও খরা সহিষ্ণু বিধায় ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। ড. গোপাল চন্দ্র পাল, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী প্রস্তাবিত জাতটির পক্ষে একইমত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৪৩৭১-৭০-১-১ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৬ নামে নতুন জাত হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) ব্রিধান-৫৭ ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৭ এর কৌলিক সারিটি BR7873-5* (NIL)-51-HR6। কৌলিক সারিটি বিআর-১১ এবং INGER এর মাধ্যমে প্রাপ্ত লাইন CR146-7027-224 এর সাথে পাঁচবার পশ্চাৎ সংকরায়ন (BC_5F_1) করে বংশানুক্রমে সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত ধানের দানা চিকন এবং অগ্রভাগ অনেকটা সোজা। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর-১১ এর চেয়ে একটু লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পাতার রং ফ্যাকাশে সবুজ। গাছের উচ্চত ১১০-১১৫ সে.মি এবং জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। এ জাতটি খরা সহনশীল। প্রজনন পর্যায়ে ৮-১০ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় Perch Water Table depth ভূপৃষ্ঠ (Surface) থেকে ৭০-৮০ সে.মি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচে হলেও এ জাতটি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩ টন ফলন দিতে সক্ষম। পাকা ধানের রং খড়ের মত। চালের আকার আকৃতি প্রচলিত জিরাশাইল এবং মিনিকেট চালের মত। উক্ত জাতটি ২০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চল যথা ঢাকা, যশোর ও রাজশাহী-এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানেরজাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এং ৪টি স্থানে জাতটিকে পুনঃট্রায়ারের জন্য মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্র পাওয়া গিয়েছে।
প্রস্তাবিত জাত ব্রিধান-৫৭ এর ব্যাপারে ড. তমাললতা আদিত্য, সিএসও, ব্রি, কুমিল্লা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, খরা সহিষ্ণু জাত হিসেব সকল গুনাবলি জাতটিকে বিদ্যমান রয়েছে। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভগা, বিএইউ, ময়মনসিংহ বলেন যে, Near Isogenic line (NIL) হিসেবে বিআর-১১ ধানের মতই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জাতটি বিআর-১১ জাত হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে NIL হিসেবে সঠিক বলে প্রতিয়মান হচ্ছে না এবং নতুন জাত হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে ড. তমাললতা আদিত্য, সিএসও, ব্রি, কুমিল্লা উল্লেখ করেন যে, BC_5F_1 পশ্চাৎ সংকরায়ণ মাধ্যমে প্রাপ্ত লাইনটির অন্যতম parent লাইন CR146-7027-224 এর বৈশিষ্ট বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত জাতটি বিআর-১১ এর NIL নয়। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ বলেন যে, পেরেনট লাইন CR146-7027-224 এর NIL হলে ঠিক আছে। ড. গোপাল চন্দ্র পাল, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী উল্লেখ করেন প্রস্তাবিত জাতটির কিছু সীমাবদ্ধ থকারেও আমাদের দেশে আমন মৌসুমে স্বল্প মেয়াদী মিনিকেট চালের মত একটি জাত দরকার। গড়ে ১০০ দিনের জীবনকাল সম্পন্ন জাত আমন মৌসুমে আমাদের দেশে নাই, ফলে ফলন কিছু কম হলেও ভাল গুনাগুন সমূহ বিবেচনা করে জাত ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধির নিকট জানতে চান যে, গোদাগাড়ী ও নিজামপুর, রাজশাহীতে ট্রায়ালে রোগবালাইয়ের আক্রমন যথাক্রমে Nil ও little succeptible to false smut হওয়া সত্বেও কেন পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মোঃ সাজদার হোসেন, কৃষি তত্ত্ববিদ ও সদস্য সচিব, মাঠ মূল্যায়ণ দল, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, মাঠ মূল্যায়ণ দল প্রথম পরিদর্শন কালে জাতটির performance খুবই ভাল দেখতে পেলেও দ্বিতীয় পরিদর্শণ কালে পর্যবেক্ষণ করেন যে, বৃষ্টি ও False smut হওয়ার নুকুল আবহাওয়ার কারণে গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জে অধিখ পরিমানে False smut রোগে আক্রান্ত হয়। গোমস্তাপুরে গেবালাইয়ের কারণে অন্য দুই জায়গায়ও পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত প্রদান করা হয়। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, দেশে short duration এর আমন ধানের জাতের চাহিদা রয়েছে, যা এ নতুন জাতটি চাষ করে অন্য একটি ফসল চাষ করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। জাত ছাড়করণের পরও বিএডিসি কর্তৃক বীজ বর্ধনের জন্য এক বছর মাঠে এর performance দেখা যাবে। ড. এ কে জি এনামুল হক, Head, plant breeding division, BRRI উল্লেখ করেন যে, পুনঃট্রায়ালের ফলে জাতের বাহ্যিক অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভবনা নেই। কারণ প্রকৃতিতে false smut রোগের কোন Resistance source পাওয়া যায়নি। False smut রোগ শুধু অনুকুল আবহাওয়া পেলেই প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সকল সদস্য এক মত পোষন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৭৮৭৩-৫ * (NIL)-৫১-এইচআর৬ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৭ নামে নতুন জাত হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ হাইব্রিড বীজ বাজারজাতকরণে বিদ্যমান নীতিমালা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ।

বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় এর পত্র নং ১০১ তারিখ ২৩/৬/২০১১ ইং মূলে গত ২৮/৪/২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে হাইব্রিড বীজ বাজারজাতকরণে বিদ্যমান নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলন হচ্ছে কি না, এ সংক্রান্ত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রনীত প্রতিবেদনটি কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য যে, ২৮-৪-২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার আলোচ্য বিষয়-৫.২ (বিবিধ) মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয় এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পত্র নং ৭৬১ তারিখ ১২/৫/২০১১ ইং মুলে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয় সমীপে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিশদ আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি) সম্মিলিতভাবে প্রতিবেদনের উপর মতামত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর বরাবরে অতিশীঘ্রই দাখিল করবেন।

বিবিধ-(ক) হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী প্রসংগে।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভায় হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে সুপারিশমালাসহ একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয় যা কারিগরি কমিটির ৬৬তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বিষয়টি পুনরায় পর্য্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর উপ-কমিটি গত ১৬/৫/২০১১ইং তারিখ পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে এবং সংশোধনের মাধ্যমে ২য় খসড়াটি প্রস্তুত করে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ বলেন যে, হাইব্রিড গমের গবেষণা খুব একটা হয় না। কারণ এর Heterossis হার ধান ও অন্যান্য ফসলের মত হয় ন। এ ব্যপারে যদি কোন বেসরকারী প্রতিষ্টান গবেষণা করতে চায়, তার সুবিধার্থে ১০% Heterossis নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ১০% Heterossis হলে অর্থনৈতিক ভাবে কৃষক লাববান নাও হতে পারে। এ ব্যপারে কর্ম পরিকল্পনা প্রনযণ কমিটির সদস্য মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি), এসসিএ জানান যে, কমিটির পর্যালোচনা সভায় Heterossis, ১ম খসড়াতে উল্লেখিত ২০% থেকে কমিয়ে ১৫% করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আজকের সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সদ্ধিান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি কর্তৃক প্রনীত কর্ম পরিকল্পনাটির ধারা-৯ এর ৬নং লাইনে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে কমপক্ষে ১৫% বেশী ফলনের স্থলে কমপক্ষে ১২% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড গমের জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে প্রতিস্থাপন করে বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভায় আলোচ্য বিষয় ২ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাইব্রিড ধান জাত নিবন্ধন এর বর্তমান নীতিমালা মূল্যায়ণ করে প্রয়োজনে Stake holder এর সাথে আলোচনা করে নীতিমালা update করা এবং পুনঃ ট্রায়ারের ক্ষেত্রে Best Two years এর গড় করা হবে অথবা সব বছরের ফলনের গড় করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়নের উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যপারে ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী বলেন যে, হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি সংশোধনের প্রয়োজনীয়ত রয়েছে। হাইব্রিড জাতের নামকরণে প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে ক্রমিক নম্বর লিখা যেতে পারে। মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি) বলেন যে, বর্তমানে সার ও শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্রায়াল খরচ বৃদ্ধির বিষয়টি মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতির সংশোধনীতে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং এ ব্যপারে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ কমিটি গঠন করেন।

১। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা	আহবায়ক
২। গবেষণা পরিচালক, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য
৪। উপ-পরিচালক, খামার অর্থনীতি, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৫। সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ঢাকা	সদস্য

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত উপ কমিটি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় হাইব্রিড ধানের জাত মুল্যায়ণ ও নিবন্ধিকরন পদ্ধতির সংশোধনী প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

গ) ধানের DUS Test পদ্ধতির পরিমার্জন সংক্রান্ত ঃ

ব্রি কর্তৃক পত্র নং ৫৭৭৫ তাং ১৯/৭/২০১১ মোতাবেক ধানের DUS Test পদ্ধতির কিছু সংখ্যক ধারা ও বৈশিষ্ট্য পরিমার্জনের জন্য আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ জাকির হোসেন, বাজার উন্নয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, ধানের DUS Test পদ্ধতিটি ২০০১ সনে UPOV Guide line এর Draft কপি অনুসরন করে তৈরী করা হয়েছিল।

বর্তামানে UPOV এর সংশোধিত Guide line প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আমাদের দেশের ধানের DUS Test Guide লাইনটির পরিমার্জন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এ ব্যপারে একটি উপ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

মোঃ শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ বলেন যে, UPOV এর সর্বশেষ Gudie line এ ৬২টি Characters রয়েছে এবং আমাদের Guide line এ ৪০টি Characters এর উল্লেখ রয়েছে। জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, ভ্যারাইটি টেস্টিং অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, গত বোরো/২০১০-১১ মৌসুমে আমনের জন্য প্রস্তাবিত চারাটি লাইনের DUS Test করার কারনে লাইন গুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অতএব কোন লাইনের DUS Test পরপর দুই বছর একই মৌসুমে করা উচিত বলে তিনি মতামত দেন। ড. খায়রুল বাসার, গবেষণা পরিচালক, ব্রি বলেন যে, UPOV Guide line এর যে সকল Characters গুলো আমাদের প্রয়োজন রয়েছে শুধু সেগুলো আমরা গ্রহণ করব। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় এ সংক্রান্ত পদ্ধতির পরিমার্জনের জন্য নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ কমিটি গঠন করেন।

১। ড. খায়রুল বাসার, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর	আহ্বায়ক
২। ড. এনামুল হক, বিভাগীয় প্রধান, ব্রিডিং ডিভিশন, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি), এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য
৪। প্রতিনিধি, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বশেমুরকৃবি, সালনা, গাজীপুর	সদস্য
৫। ড. আবুল কালাম আজাদ, পিএসও, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৬। ড. মোঃ জাকির হোসেন, এমপিও, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য

সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি "Procedure of DUS Tests for Inbreed and hybried Rice" এর পূর্বের পদ্ধতিটি UPOV Guide line এর আলোকে পরিমাজৃন করে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।